বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২১-২০২২

তিতাস উপজেলা
কুমিল্লা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২১-২০২২

প্রকাশকাল

জুন, ২০২১

তিতাস উপজেলা পরিষদ

কুমিল্লা

উপদেষ্টা

জনাব সেলিমা আহমাদ
মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৫০ কুমিল্লা-২ (তিতাস, হোমনা)ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, তিতাস

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ পারভেজ হোসেন সরকার, চেয়ারম্যান, তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা
জনাব মোঃ ফরহাদ আহমেদ ফকির, ভাইস চেয়ারম্যান, তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা
জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা

সম্পাদনায়

জনাব মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তিতাস, কুমিল্লা

প্রকাশনা কমিটি

জনাব মোছাম্মৎ রাশেদা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তিতাস, কুমিল্লা
জনাব রুবাইয়া খানম, সহকারী কমিশনার (ভুমি), তিতাস
জনাব মোজাম্মেল হোসেন, উপজেলা প্রকৌশলী, তিতাস
জনাব সালাহ উদ্দিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, তিতাস
জনাব মোসাম্মৎ আনোয়ারা চৌধুরী, উপজেলামাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তিতাস

কারিগরি সহোযোগীতায়

মোঃ শাহ আলম, এপি, তিতাস

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, তিতাস উপজেলা, কুমিল্লা

প্রকাশকাল

জুন, ২০২১

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ.....	৫
	বাণী.....	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
	১.১ উপজেলার পটভূমি.....	১১
	১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস.....	১২
	১.৩ উপজেলার মানচিত্র.....	১৩
	১.৪ উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি.....	১৪
	১.৫ উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি.....	১৪
	১.৬ উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন.....	১৫
	১.৭ উপজেলার নদ-নদী.....	১৫
	১.৮ উপজেলার যোগাযোগ.....	১৬
	১.৯ উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য.....	১৬
	১.১০ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য.....	১৭
	১.১১ উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
	৩.১ পরিকল্পনা কি.....	৪২
	৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৩
	৩.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল.....	৪৪
	৩.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ.....	৪৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
	৪.১ উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
	৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন	৫০
	৫.২ রুপকল্প নির্ধারণ.....	৫২
	৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
	৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
	৬.২ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
	৭.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৯১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
	৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য.....	৯২
	৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড.....	৯৩
	৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট.....	৯৪
	৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো.....	৯৬

বানী

আমাদের প্রাণপ্রিয় তিতাস উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ কর্তৃক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

উপজেলা পদ্ধতি গ্রাম বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের গণমানুষের প্রাণের দাবি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে বিএনপি কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া উপজেলা প্রথা চালুর উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করেন। ২০১০ বিধিমালা, (দায়িত্ব, কর্তব্য, আর্থিক সুবিধা) উপজেলা পরিষদ বাজেট, (প্রণয়ন ও অনুমোদন) চুক্তি সম্পাদন, সম্পত্তি¡ হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিধি বিধান প্রণয়ন করেন। জনকল্যাণ ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠাই এর মূল লক্ষ্য।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা, কবি গুরুর স্বপ্নের বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রুপসী বাংলা গড়ে তোলাই আমাদের সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য।

তিতাস উপজেলা পরিষদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন তাদের সবাইকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হউক। জনগণ এর সুফল ভোগ করুক তা আমার একমাত্র কামনা। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয়বাংলা-জয়বঙ্গবন্ধু, জয় হউক তিতাসর প্রতিটি মানুষের, বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

সেলিমা আহমাদ

মাননীয় সংসদ সদস্য
কুমিল্লা-২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বানী

তিতাস উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন তিতাস উপজেলার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার পাশাপাশি উপজেলা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । একটি ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তিতাস উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং তিতাস উপজেলার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জেলাপ্রশাসক
কুমিল্লা

বানী

স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রজেক্টের সহায়তায় তিতাস উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তিতাস উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করতে পেরেছে যা পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবাধর্মী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা হিসেবে তিতাস উপজেলা পরিষদ প্রকল্পের দিকনির্দেশনা তথা উপজেলা পরিষদ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে- এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি,সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ

জানাচ্ছি। এ উদ্যোগ কুমিল্লা জেলার অন্যান্য উপজেলা পরিষদকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, নোয়াখালী

মুখবন্ধ

সু-শাসন,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। প্রতিটি কাজের ও সকল প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সু-শিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও নন্দিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরী করা হয় বাস্তবায়িত হয়, তা হলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।

তিতাস উপজেলা আমার প্রিয় জন্মভূমি। বাংলাদেশের একটি নিভৃত পল্লী। চারদিকেই নদী ঘেরা, অসংখ্য খাল বিল এর শিরা উপ-শিরায় এর উর্বর মাটি, খাল, বিল, অভয়-আশ্রম, গাছপালা, প্রকৃতি, মানুষের মৌলিক চাহিদা সরকারের রুপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উপজেলা পরিষদের স্থানীয় অনুদান সব কিছুই বিবেচনায় রেখেই ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪খ্রি. সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি আমরা প্রস্তুত করেছি।

আমাদের বিশ্বাস সকল তরফের চাহিদার ও প্রয়োজনের একটি প্রতিচ্ছবি এর মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমান সরকার যেভাবে দেশকে উন্নয়ন এনে দিতে চায়, প্রয়োজন মিঠাতে চায় তার তিতাসর আপাময় জনসাধারনের চাহিদার সমন্বয় গঠিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটির সমন্বয় গঠনের প্রয়াস নিয়েছি। আশা করি পরিকল্পনাটি বাস্তবে কার্যকরি হলে সকল মহলের প্রত্যাশা পূরণ হবে। উপজেলাবাসী লাভবান হবে। আমাদের প্রচেষ্টা ধন্য হবে।

জয় হউক তিতাসবাসীর

মোঃ পারভেজ হোসেন সরকার
চেয়ারম্যান
তিতাস উপজেলা পরিষদ
তিতাস, কুমিল্লা।

আমাদের প্রত্যাশা

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদশে গড়ার মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রকি সরকাররে প্রতিশ্রিুতি বাস্তবায়নরে জন্য পঞ্চর্বাষকি বাজটে পরকিল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়ন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষপে।

আমাদের অনকে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উপজলো পরষিদরে স্থায়ী কমিটি সমূহকে অধকিতর কার্যকরী করে উপজলো আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সাধন, প্রাথমকি, মাধ্যমকি ও মাদ্রাসা শক্ষিার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানটিশেন, সমাজসেবা দারিদ্র দূরীকরনরে গুরত্বারোপরে মাধ্যমে উপজলো পর্যয়ের জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লষ্টি সকল কর্মকর্তাগন জনর্স্বাথে এর প্রয়োগকি ভূমকিা নিশ্চিত করলে এ পরকিল্পনার সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ।

পঞ্চর্বাষকি পরকিল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে তাদরে নজি নজি ক্ষেত্রে র্সবাত্নক প্রচষ্টো গ্রহণরে জন্য আহবান জানাচ্ছি।

এ.টি.এম মোর্শেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
তিতাস, কুমিল্লা।

তিতাসের উন্নয়ন

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় উপজেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে জনগনের প্রতিষ্ঠানে রুপ দিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ জনগনের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী করতে সক্ষম। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে কৃষক,শ্রমিক, মেহনতি মানুষ,জেলে মুজুরসহ সকল স্তরের মানুষের উন্নতি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য তিতাস উপজেলা পরিষদ নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিতাস উপজেলাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে দাড় করাতে নিজের শৈল্পিক তুলিতে প্রতিদিন নতুন নতুন রুপ দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিতাস উপজেলাবাসীর সুখে দু:খে পাশে থাকার প্রত্যয় জানিয়ে উন্নতি সমৃদ্ধি কামনাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

মো: ফরহাদ আহমেদ ফকির
ভাইস চেয়ারম্যান
তিতাস উপজেলা পরিষদ
তিতাস,কুমিল্লা।

বানী

মানব জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে সর্বপ্রথম তার একটি মূল পরিকল্পনা থাকতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যবিহীন কাজ জীবনের কোন দিন উন্নতি করতে পারে না। উন্নয়নশীল দেশে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে সর্বপ্রথম তার পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। অর্থ যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই একটি কাজের ভবিষৎ স্থায়িত্ব নিয়ে চুলচেড়া বিশ্লেষন করে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোই বাঞ্চনীয়।

তাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন উন্নয়নের কোন ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়, প্রতিটি উপজেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার জনগনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অগ্রিম পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই তিতাস উপজেলা পরিষদ (২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২৪) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার আবেদন তিতাসের জনগন যেন উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। জনগনের কর্মসংস্থান যেন বৃদ্ধি পায়। জনপ্রতিনিধিগণ সব সময় জনগনের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। সেই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে হলে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে জনগনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন যদি এক হয়ে কাজ করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা তা বাস্তবায়ন করে তিতাসবাসীকে উপহার দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আমি তিতাসের প্রতিটি মানুষের উন্নতি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

ফরিদা ইয়াসমিন
ভাইস চেয়ারম্যান
তিতাস উপজেলা পরিষদ
তিতাস,কুমিল্লা।

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশকরা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইতিবাচক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে। প্রাথমিকভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। তিতাস উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে। প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ প্রনয়ন জুলাই' ১৯ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে নভেম্বর' ১৯ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিচিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সর্ম্পকে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিচিতি ব্যাখ্যা করে। পরিচিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিচিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিচিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেহেতু ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সর্ম্পকযুক্ত।পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিতাস উপজেলা পরিচিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে।একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা

পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্র্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের পথ সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সর্ম্পককে ধারণা প্রদান করেছে।

২.তিতাস উপজেলার পরিচিতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী:

উপজেলা পটভূমিঃ তিতাস একটি নবগঠিত উপজেলা। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার গোমতী নদীর উত্তরাংশের ৯টি ইউনিয়নকে কর্তন করে ২০০৪ সালে এ উপজেলা গঠন করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে গৌরীপুর-হোমনা সড়কটি তিতাস উপজেলাকে পূর্বে-পশ্চিমে দুভাগে বিভক্ত করেছে। ঢাকা অথবা কুমিল্লা থেকে গৌরীপুর বাস ষ্টেশন হয়ে গৌরীপুর-হোমনা সড়কে ৭ কিঃ মিঃ এলেই পূর্ব পাশে চোখে পরবে নয়াভিরাম নৈর্সগিক পরিবেশে প্রকৃতির অপরূপ বিশিষ্ট তিতাস উপজেলা কমপ্লে-ক্স। কুমিল্লা সদর থেকে ৫৮ কিঃমিঃ এবং রাজধানী ঢাকা থেকে ৫৫ কিঃমিঃ দূরে তিতাস উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান।

নামকরণঃ বর্তমান তিতাস উপজেলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুত্রপাত হয়েছিল প্রায় দেড় যুগ পূর্বে। শুরুতে "পীর শাহবাজ নগর"' থানা এবং পরবর্তীতে উপজেলা প্রতিষ্ঠার দাবী উথাপিত হলেও চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে বির্তক এড়ানোর জন্য সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন 'তিতাস' নামটি প্রস্তাব করেন। একদা বহতা নদী এতদাঞ্চলের কৃষককুলের আর্শিবাদ । এ উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের বুক চিরে প্রবাহমান তিতাস নদীর নামানুসারেই এই উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে "তিতাস উপজেলা"।

উপজেলার সৃষ্টিঃ ২০০৪ সালের ২২ ফ্রেব্রয়ারি অনুষ্ঠিত নিকার বৈঠকে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন কর্তন করে "তিতাস উপজেলা" নামে ভিন্ন একটি প্রশাসনিক ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সালের ৩০ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগের জারীকৃত এক প্রজ্ঞাপনে তিতাস উপজেলাকে পূর্ণাঙ্গ উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং ৪ এপ্রিল, ২০০৪ সালে বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানঃ তিতাস উপজেলা কুমিল্লা জেলার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় শেষ প্রান্তে ২৩ ডিগ্রী ৪০ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উপজেলার দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে কাঠালিয়া নদী প্রবাহিত।

সীমানাঃ তিতাস উপজেলা উত্তরে হোমনা, দক্ষিণে দাউদকান্দি, পূর্বে মুরাদনগর এবং পশ্চিমে মেঘনা উপজেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

মোট আয়তনঃ ১০৭.১৯ বর্গ কিঃমিঃ।

তিতাস উপজেলার মানচিত্র:

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

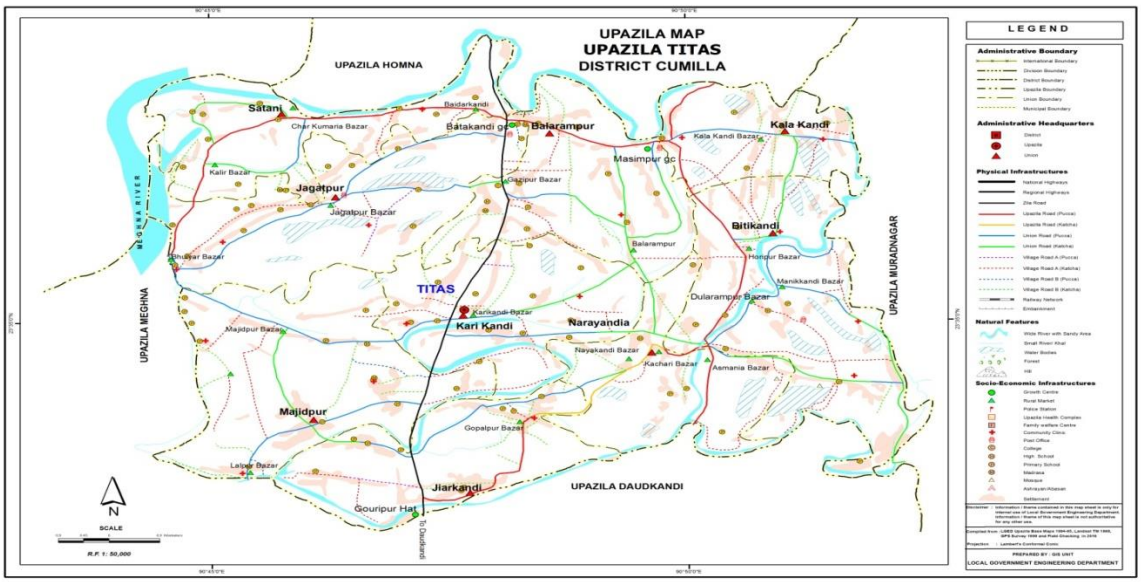

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা		গফরগাঁও
সীমানা		উত্তরে ত্রিশাল, পূর্বে নান্দাইল, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর ও পাকুন্দিয়া উপজেলা, দক্ষিণে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও শ্রীপুর উপজেলা ও পশ্চিমে ত্রিশাল ও ভালুকা উপজেলা। সীমানার প্রায় তিন দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এর পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে কালীবানার ও পশ্চিমে সুতিয়া। শুধু উত্তর দিকে স্থল।
জেলা সদর হতে দূরত্ব		৩৯ কি:মি:ট্রেন যোগে, ৪৮ কি:মি: সড়ক পথে।
আয়তন		৪০১.১৬ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৪,৩০,৭৪৬ জন (প্রায়)
	পুরুষ	২,১১,১৯৫ জন (প্রায়)
	মহিলা	২,০২,২৯৩ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা		২,৭১,৪৭৩ জন
	পুরুষভোটার সংখ্যা	১,৩৩,৭৮২ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	১,৩৭,৬৯১ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		১.৩০%
মোট পরিবার(খানা)		৮২,৯৭০ টি
নির্বাচনী এলাকা		১৫৫,ময়মনসিংহ-১০
গ্রাম		২১৯ টি
মৌজা		২০২ টি
ইউনিয়ন		১৫ টি
পৌরসভা		০১ টি
এতিমখানা সরকারী		০১ টি
এতিমখানা বে-সরকারী		১৭ টি
মসজিদ		৫২০ টি
মন্দির		০৮ টি
নদ-নদী		২ টি (গোমতী ও বুড়ি)
হাট-বাজার		৩৪ টি

ব্যাংক শাখা		১০ টি
পোস্ট অফিস/ সাব পোঃ অফিস		৩৬ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প		৭৮১ টি
বৃহৎ শিল্প		০৩ টি

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

৩.উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত:

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয় ‡ নর †ক্ষ ‡ত্র জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয় ‡ নর †ক্ষ ‡ত্র উপ ‡ জলা পরিষদ ‡ক যাচাই ক ‡ র †দখ ‡ত হ ‡ ব †য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয় ‡ নর প ‡ র তথ্য-উপা ‡ ত্তর †কান পরিবর্তন হ ‡ য় ‡ ছ কি না এবং হ ‡ ল তা হাল নাগাদ কর ‡ ত হ ‡ ব। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয় ‡ ন তথ্য ও উপা ‡ ত্তর গুরুত্বপূর্ণ উৎস হ ‡ লা উপ ‡ জলা পরিষদ, উপ ‡ জলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, †জলা পরিসংখ্যান ২০১১, ‡ হলথ বু ‡ লটিন হাতিয়া, ২০১৯। এসডিজির বিভিন্ন সূচ ‡ ক

তিতাস অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ‡ ত সন্নিবেশিত করা হ ‡ য় ‡ ছ।নি ‡ ম্নর সারনী ‡ ত উপ ‡ জলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য

ও উপাত্ত প্রদান করা হ ‡ য় ‡ ছ।

তিতাস উপ ‡ জলা আর্থসামাজিক তথ্য বি ‡ শ্লষ ‡ ণ †দখা †গ ‡ ছ †য মাধ্যমিক শিক্ষা খা ‡ ত উপ ‡ জলা অ ‡ নক পিছি ‡ য় র ‡ য় ‡ ছ। উপ ‡ জলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খা ‡ ত উপস্থিতির হার মাত্র ৬৭ শতাংশ †যখা ‡ ন প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় এই হার ৮৮ শতাংশ। স্বাস্য খা ‡ ত †দখা শিশু ম„তু ও মাত···ম„তুর হার এখ ‡ না অ ‡ নক †বশি। একইভা ‡ ব প্রাতিষ্ঠানিক †ডলিভারীর সংখ্যা অ ‡ র্ধ ‡ করও কম।জনস্বাস্য খা ‡ ত উপ ‡ জলা অ ‡ নক এগি ‡ য় র ‡ য় ‡ ছ যদিও এখ ‡ না শতভাগ স্বাস্যসম্মত স্যানি ‡ টশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি।উপ ‡ জলার সড় ‡ কর তথ্য পর্যা ‡ লাচনা ক ‡ র †দখা যা ‡ ” ছ †য,

উপ ‡ জলার ৬০০ কি ‡ লামিটা ‡ রর মত সড়ক এখ ‡ না কাঁচা র ‡ য় ‡ ছ। উপ ‡ জলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয় ‡ ন আর্থসামাজিক সূচ ‡ ক তা ‡ দর

এই অবস্থান বি ‡ বচনায় নি ‡ য় ‡ ছ।

ছক ১: তিতাস উপ ‡ জলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	গ্রাম	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	†মৌজা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ওয়ার্ড	কিমি		গুগল ম্যাপ, ২০১৯
	†জলা সদর হ ‡ ত দূরত্ব	সাল		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	উপ ‡ জলা †ঘাষণার সাল	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
জনসংখ্যা তাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	সংখ্যা		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	হি ›দু	জন		†জলা আদমশুমারি ২০১১
	†বৌদ্ধ	সংখ্যা		উপ ‡ জলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	খ্রিস্টান	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অন্যান্য	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস,

				২০১৯
	স্কুল এন্ড ক ‡ লজ	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ক ‡ লজ	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	আলীম মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ফাযিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা স্বাস্য কম ‡ প্লক্স, ২০১৯
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা স্বাস্য কম ‡ প্লক্স, ২০১৯
	স্বতন্ত্র এব ‡ তদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা স্বাস্য কম ‡ প্লক্স, ২০১৯
	এমপিওভ, ক্ত এব ‡ তদায়ী মাদ্রাসা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন † হলথ † স ›টার	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ইউনিয়ন উপ স্বাস্য † ক ›দ্র	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	উপ ‡ জলা স্বাস্য কম ‡ প্লক্স,	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাং ‡ কর শাখা	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	এনজিও	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ডাকঘর	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	ম›দর	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	† মাট সড় ‡ কর দৈর্ঘ্য			
	কাঁচা সড়ক			
	পাকা সড়ক			
	এইচবিবি সড়ক			
	† রললাইন			
	† রল ‡ ষ্টশন			
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী জলমহাল	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	বনভ, মি	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	স্বাক্ষরতার হার	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় ভর্তির হার	কিমি		এলজিইডি, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় ঝ ‡ র পড়ার হার	কিমি		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় উপস্তিির হার	সংখ্যা		উপ ‡ জলা পরিষদ, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় শিক্ষক ‡ দর সংখ্যা	সংখ্যা সংখ্যা		উপ ‡ জলা ভ, মি অফিস, ২০১৯ উপ ‡ জলা ভ, মি অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য়	একর		উপ ‡ জলা বন বিভাগ, ২০১৯

	শিক্ষার্থী ‡ দর সংখ্যা			
	ডিপিএড/সিএনএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষ ‡ কর সংখ্যা	শতকরা		† জলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	শতকরা		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	বিদ্যুৎ সং ‡ যাগ নাই এমন প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য়র সংখ্যা সংখ্য	শতকরা		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	শতকরা মাধ্যমিক বিদ্যাল ‡ য় শিক্ষক ‡ দর সংখ্যা জন	শতকরা		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	ওয়াশ ব্লক আ ‡ ছ এমন প্রাথমিক বিদ্যাল ‡ য়র সংখ্যা	জন		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পা ‡ শর হার(শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	জন		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যাল ‡ য় শিক্ষক ‡ দর সংখ্যা	জন		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যাল ‡ য় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	-		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যাল ‡ য় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত			
	† জএসসি পরীক্ষায় পা ‡ শর হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা		উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯ উপ ‡ জলা জনস্বাস্থ্য অফিস, ২০১৯ উপ ‡ জলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯ উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পা ‡ শর হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা		
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	কম ওজনে শিশুর হার	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কম ওজনে শিশুর সংখ্যা	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অতি কম ওজনে শিশুর হার	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	অতি কম ওজনে শিশুর সংখ্যা	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	০- ৫ বছর এর কম বয়সী শিশু ম,,ত্যুর হার	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	নবজাত ‡ কর ম,,ত্যুর হার (০-২৮ দিন)	শতকরা		উপ ‡ জলা মা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাতিষ্ঠানিক(হাসপাতাল/ক্লিনি ‡ ক) † ডলিভারীর সংখ্যা	শতকরা		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্য ‡ ক ›দ্রসমূ ‡ হ প্রাতিষ্ঠানিক † ডলিভারীর সংখ্যা	জন		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	স্বাস্য কম ‡ প্লক্স আগত † রাগীর সংখ্যা	শতকরা		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬
	উপস্বাস্য ‡ ক ›দ্রসমূ ‡ হ আগত	জন		এসডিজি,বিশ্বব্যাংক,২০১৬

	† রাগীর সংখ্যা			
	কমিউনিটি ক্লিনি ‡ ক আগত † রাগীর সংখ্যা	শতকরা		উপ ‡ জলা স্বাস্য ও প প কার্যালয়,
	টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা	১৭ (প্রতি হাজার		উপ ‡ জলা স্বাস্য ও প প কার্যালয়,
	উপ ‡ জলায় † মাট † ডলিভারীর সংখ্যা (‡ ম/১৮হতে জুন/১৯)	জন জন		
	অপ্রাতিষ্ঠানিক(বাড়ী ‡ ত) † ডলিভারীর সংখ্যা			
	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহ ‡ ণর হার	জন		
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	ফ্লাশ টয় ‡ লট ব্যবহার ক ‡ র এরকম পরিবা ‡ রর সংখ্যা	জন		
	ফ্লাশ টয় ‡ লট ব্যবহার ক ‡ র এরকম পরিবা ‡ রর হার	জন		
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার ক ‡ র এরকম পরিবার	সংখ্যা		
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার ক ‡ র এরকম পরিবা ‡ রর হার শতকরা	সংখ্যা		
	উন্মুক্তস্পা ‡ ন মলত্যাগ ক ‡ র এরকম পরিবা ‡ রর সংখ্যা জন	সংখ্যা		
	উন্মুক্তস্পা ‡ ন মলত্যাগ ক ‡ র এরকম পরিবা ‡ রর	শতকরা		
	ক ‡ লর পানি সরবরা ‡ হর আওতাধীন পরিবার	শতকরা		
	ক ‡ লর পানি সরবরা ‡ হর আওতাধীন পরিবা ‡ রর হার	জন		
	নলকু ‡ পর পানি সরবরা ‡ হর আওতাধীন পরিবা ‡ রর হার শতকরা	শতকরা		
বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার			
কর্মসস্থান বিষয়ক তথ্য	কর্মক্ষম জনসংখ্যা			
	ক···ষিখা ‡ ত যুক্ত			
	শিল্পখা ‡ ত যুক্ত			
	† সবাখা ‡ ত যুক্ত			
	মাথাপিছু দারি ‡ দ্রর হার			
	মাথাপিছু দরি ‡ দ্রর সংখ্যা	সংখ্যা		
	মাথাপিছু অতিদারি ‡ দ্রর হার	জন		
	মাথাপিছু অতিদরি ‡ দ্রর সংখ্যা	জন		
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	জন		
	কার্যকর সমবায় সমিতি	জন		
	২০১৮-১৯ অর্থ বছ ‡ র সরকারি দপ্তর হ ‡ ত বিভিন্ন বিষ ‡ য়র উপর কর্মদক্ষতা ব„দ্ধিমূলক প্রশিক্ষ ‡ ণ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			
	উপ ‡ জলা সমাজ ‡ সবা কার্যালয়, ২০১৯	জন		
	উপ ‡ জলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯	সংখ্যা		

	উপ ‡ জলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯	জন		
	উপ ‡ জলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯	সংখ্যা		
	উপ ‡ জলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়(২০১৮-১৯)	সংখ্যা		
	পল্লী দারিদ্র্য বি ‡ মাচন ফাউ ‡ ন্ডশন			

২০১৮-১৯অর্থ বছরেসামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ

কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	ইজিপিপি	জন		
	ভিজিডি	জন		
	মাত···তৃকালীন ভাতা	জন		
	বয়স্ক ভাতা	জন		
	বিধবা ও স্বামী নিগ,,হীতা মহিলা ভাতা	জন		
	অস" ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন		
	অস" ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ‡ দর শিক্ষা উপব,,ত্তি	জন		
	দলিত ও অনগ্রসর জন ‡ গাষ্ঠীর বি ‡ শষ ভাতা	জন		

উপ ‡ জলায় কর্মসংস্থান স,,ষ্টি ‡ ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর হ ‡ ত প্রদানক···ত ক্ষুদ্রখ ‡ ণর বিবরণ				
২০১৮-১৯ অর্থ বছ ‡ র সরকারি দপ্তর হ ‡ ত প্রদানক···ত ক্ষুদ্রখ ‡ ণর পরিমান				
দপ্তর	**জন**	**টাকা**		
উপ ‡ জলা সমাজ ‡ সবা কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় (২০১৮-১৯)				
পল্লী দারিদ্র্য বি ‡ মাচন ফাউ ‡ ন্ডশন				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				

অদ্যবধি সরকারি দপ্তর হ ‡ ত প্রদানক···ত ক্ষুদ্রখ ‡ ণর বিপরী ‡ ত † খলাপি খ ‡ ণর বিবরণ				
দপ্তর	**ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ (টাকা)**	ঋণ আদায় (টাকা)	খেলাপী ঋণ (টাকা)	ঋণ খেলাপীর সংখ্যা (জন)
উপ ‡ জলা সমাজ ‡ সবা কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯				
উপ ‡ জলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়(২০১৮-১৯)				
পল্লী দারিদ্র্য বি ‡ মাচন ফাউ ‡ ন্ডশন				
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক				

ক···ষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য										
নীট আবাদী জমির পরিমান (‡ হক্টর)ঃ১৯৬৮৫ হেক্টর										
ক···ষক পরিবা ‡ রর সংখ্যা ঃ ৪৭০০৭টি										
উসল/অর্থ বছর	**২০১৪-১৫**		**২০১৫-১৬**		**২০১৬-১৭**		**২০১৭-১৮**		**২০১৮-১৯**	
	জমি (হে:)	**উৎপাদন মে:টন**	**জমি (হে:)**	**উৎপাদন মে:টন**	**জমি (হে:)**	**উৎপাদন মে:টন**	**জমি (হে:)**	**উৎপাদন মে:টন**	**জমি (হে:)**	**উৎপাদন মে:টন**
বোরো										
আউশ										
আমন										
ভুট্টা(র+খ)										
গম										
পাট										
তামাক										

সরিষা										
চীনাবাদাম										
আলু										
মুগডাল										
এসুর										
পেয়াজ										
ওসুন										
আদা										
হলুদ										
অনিয়া										
মরিচ										
পানিকচু										
মুখিকচু										
শাকসবজি (রবি+খরি)										

মৎস্য বিষয়ক তথ্য		
মাছের চাহিদা : মে:টন (২০১৮-২০১৯)	মাছের উৎপাদন : মে:টন (২০১৮-২০১৯)	মৎস্যচাষীর সংখ্যা : (২০১৮-২০১৯)

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এাঁ ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট

সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

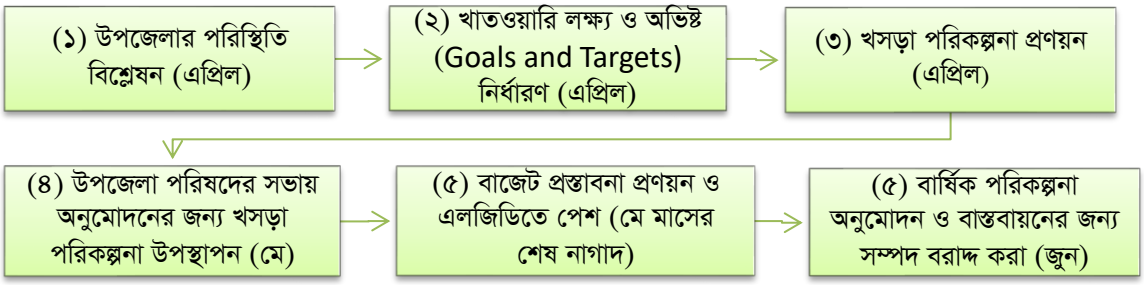

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৬০,০০,০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	২,২২,০১,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৫১,৭৫,৪৫,৯৭৫.০০
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যেও প্রকল্প	৪,১৬,৬২,১৯৭.০০
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	 ৫০,০০,০০০.০০ ২,৮৮,৯৫,৩৫৮.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	

৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় μমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী μয় প্রμিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৮০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যনিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের

			পযবেক্ষন	মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যন্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিস্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	৯ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে জুন, ২০২১

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
৩৪৪৬	৪৫২৪	৭৯৭০	৩৮৩৪	৬০৭৫	৫১৮	১০৮	৪০৫৩৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্র বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্র বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ৯৩	৫০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ৯৩	৫০ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০১৭-১৮ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

আর এস,এস কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০/	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৩,৯২,৪৯৫/	৭,৫০৫/-	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০/-	৪৮,৫০,০০০/-	৫৩,৩৫,০০০/	৪০,১৫,০০০/-	১৩,২০,০০০/-	
সর্বমোট		৮৪৪২৫০০/-	৮৪০৫৫০/-	৮৮৯০৫০০/-	৭৫৬২৯৯৫/-	১৩২৭৫০৫/-	৯৫%

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭/	১৪,৭৭,১০০/-	১৪,৭৭,১০০/-	১১,৪২,৬০০/	৩,৩৪,৫০০/	৭৭%

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯ নিজস্ব-১৭.০২	১৯৬.৫৯ ১৭.০২	১৭৬.৫৯ ১৪.০২	১৭৬.৪২ ১৩.৬৩	৯৯% ৯৭%	২০.১৭ ৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পজীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান	মন্তব্য
১	সাতানী ইউনিয়ন	নয়াকান্দি মেইন রোড হইতে মধ্যপাড়া মসজিদ পর্যন্ত সড়ক সি.সি করন	২০০০০০	
২		রজ্জব আলীর বাড়ী হইতে আনোয়ার হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত সড়ক সিসি করন।	৩৫০০০০	
৩	জগতপুর ইউনিয়ন	ডাবুরভাঙ্গা হোসেনের বাড়ী হইতে ডাবুরভাঙ্গা উত্তরের মেইন সড়ক পর্যন্ত ইটের সলিং ও সিসি করন।	২০০০০০	
৪		উজিরাকান্দি মেইন সড়ক হইতে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত সড়ক সলিং ও সিসি করন।	৫০০০০০	
৫	বলরামপুর ইউনিয়ন	গাজীপুর জিন্দা অলির মাজারের রাস্তা সিসি করন।	২৫০০০০	
৬		নাগেরচর পাকা রাস্তা হইতে তারেক ভূঞার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	২০০০০০	
৭		দক্ষিণ বলরামপুর নয়া বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২০০০০০	
৮	কড়িকান্দি ইউনিয়ন	কড়িকান্দি বাজারে শেড নির্মাণ	৮০০০০০	
৯		গৌরিপুর - হোমনা সড়কের মাষ্টার বাড়ী হতে কড়িকান্দি মাষ্টার বাড়ী পারিবারিক কবরাস্থন পর্যন্ত সলিং করণ।	৪০০০০০	
১০		বন্দরামপুর ভূমি অফিস রোড হইতে কাদির মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং	২০০০০০	
১১	কলাকান্দি ইউনিয়ন	কলাকান্দি মোহাম্মদ আলী সওদাগরের পুকুর পাড় হইতে কমল সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও সিসি ঢালাই করণ	৪০০০০০	
১২		খানে বাড়ী কালী মন্দির হইতে সুধাংশ: সাহার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও সিসি ঢালাই করণ।	২০০০০০	
১৩	ভিটিকান্দি ইউনিয়ন	রায়পুর-মাছিমপুর রাস্তার কদমতলি কবরস্থানে সীমানার মধ্যস্থান হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইডওয়াল	২০০০০০	
১৪		দাসকান্দি আশ্রয়ন প্রকল্পের পাশের নদীতে জনকল্যানমূলক ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
১৫		পোড়াকান্দি আকাশ মেম্বারের বাড়ির পুকুরে জনকল্যানমূলক ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
১৬		দাসকান্দি আশ্রয়ন প্রকল্পে পাঁকা স্থাপন।	২০০০০০	
১৭		হরিপুর রিপন মেম্বারের বাড়ির পাশে গোমতী নদীতে জনকল্যানমূলক ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
১৮	নারান্দিয়া ইউনিয়ন	নারান্দিয়া পশ্চিম পাড়া মফিজুল ইসলামের বাড়ীর চকের ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মাণ	২০০০০০	
১৯		নারান্দিয়া পূর্ব পাড়া চকের বাড়ীর মোসলেম মিয়ার বাড়ী হইতে বিল্লালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি. করণ	২০০০০০	
২০		বালুয়াকান্দি আবু তাহেরের বাড়ির পার্শ্বে ঘাটলা নির্মাণ।	২০০০০০	
২১	জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন	জিয়ারকান্দি চেয়ারম্যান বাড়ী হতে চকের পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	২৫০০০০	
২২		দড়িকান্দি মোসলেমের বাড়ী থেকে মোল্লা বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	৩০০০০০	
২৩		জিয়ারকান্দি আজগর আলী মোল্লার বাড়ীর থেকে সুরুজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত সিসি করণ	১০০০০০	
২৪		জিয়ারকান্দি গাজীর বাড়ী সামনে পাকা ঘাটলা নির্মাণ	১০০০০০	

২৫		গোপালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত	১০০০০০	
২৬	মজিদপুর ইউনিয়ন	বাটেরা ব্রীজ হতে গুদারা ঘাট রাস্তার সংস্কার ও ইট সলিং	৪০০০০০	
২৭		দুধঘাটা ভূইয়া বাড়ী মসজিদ হতে দুধৃঘাটা ঈদগাহ পযন্ত রাস্তা ইটের সলিং	৪০০০০০	
২৮		চাঁন্দ নাগেরচর এলজিইডি রাস্তা হতে কাশিপুর রাস্তা ইট সলিং	৩০০০০০	
২৯		মোল্লাপাড়া কামালের বাড়ির খালে ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
৩০		শাহপুর রিপন মিয়ার বাড়ি হইতে শাহিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	২০০০০০	
৩১		কলাকান্দি ইউনিয়নের পোড়াকান্দি মধ্যপাড়া মেইন সড়ক হইতে মৃত মোঃ হাজী সুদন সরকারের বাড়ী পর্যন্ত সড়ক পাকা করন।	৩০০০০০	
৩২		জগতপুর ইউনিয়নের শান্তি সড়ক সি সি দ্বারা পাকা করণ।	৮৯০০০০	
৩৩		কলাকান্দি ইউনিয়নের আফজালকান্দি গাইড ওয়াল নির্মাণ	২০০০০০	
৩৪		কলাকান্দি ইউনিয়নের আফজালকান্দি ঘাটলা নির্মাণ	২৫০০০০	
৩৫		কড়িকান্দি ইউনিয়নের বন্দরামপুর পূর্বপাড়া দক্ষিন নদীর ঘাটে ঘাটলা নির্মাণ।	২০০০০০	
৩৬		মজিদপুর ইউনিয়নের শিবপুর চতলঘাটে মসজিদের পার্শ্বে ঘাটলা নির্মাণ।	২০০০০০	
৩৭		শাহপুর আনোয়ারুল হক মাদ্রসা হতে বালুয়াকান্দি পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন।	৫০০০০০	
৩৮		মজিদপুর ইউনিয়নের শাহপুর এমরান ভূইয়ার বাড়ি হইতে বড়ঘাট পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান।	৪০০০০০	
৩৯		তিতাস ডায়াবেটিক হাসপাতালের জন্য ইনসুলিন ও ঔষধ সরবরাহ।	২০০০০০	
৪০		বলরামপুর ইউনিয়নের গাজীপুর-জগতপুর মেইন সড়ক হইতে গাজীপুর ঈদগাহ পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ।	২০০০০০	
৪১		কলাকান্দি ইউনিয়নের কলাকান্দি গ্রামের কাসেম সরকারের বাড়ির পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
৪২		বলরামপুর ইউনিয়নের মুক্তি চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে হাশেমের বাড়ি পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ।	২০০০০০	
৪৩		বলরামপুর ইউনিয়নের মাছিমপুর - নাগেরচর - দূর্গাপুর সড়ক হতে আব্দুল ছালাম ভূইয়া মসজিদ পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ।	৪০০০০০	
৪৪		বলরামপুর ইউনিয়নের আব্দুল ছালাম ভূইয়া মসজিদ হতে হাজী হানিফ ভূইয়ার জমি পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ।	২০০০০০	
৪৫		তিতাস অফিসার্স ক্লাবে আসবাবপত্র সরবারহ।	২০০০০০	
৪৬		তিতাস থানায় গোলঘর নির্মাণ।	৬০০০০০	
৪৭		উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৪৪০০০০	
৪৮		বলরামপুর ইউনিয়নের দক্ষিন আকালিয়া সড়ক আর সি সি করণ।	৫০০০০০	
৪৯	সাতানী ইউনিয়ন	বৈদ্যারকান্দি মেইন রোড হইতে মোফাজ্জলের জমি পর্যন্ত সড়ক সি.সি করন	২০০০০০	
৫০		২য় স্বরস্বতিরচর জসিমের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত সড়ক সি.সি করন।	২১৫৭৬০	
৫১		২য় সাতানী হানিফ মিয়ার জমি হইতে নেকবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত সড়ক সিসি করন।	২০০০০০	
৫২	জগতপুর ইউনিয়ন	কেশবপুর নজিব ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার অবশিষ্ট অংশ এবং হুমায়ুন ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার অবশিষ্ট রাস্তা সিসিকরণ।	২০০০০০	
৫৩		জগতপুর বাজার এলজিইডি রোড হইতে দক্ষিণে হক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ।	৩৫০০০০	
৫৪		সাগরফেনা পন্ডিতের বাড়ী হইতে কানাইনগর পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং ও সিসিকরণ	৪০০০০০	
৫৫	বলরামপুর ইউনিয়ন	দক্ষিণ আকালিয়া জামে মসজিদ হইতে উত্তর চকের নদীর ঘাটলার রাস্তার সিসি করণ	৪০০০০০	
৫৬		ইউনিয়ন এর সকল ওয়ার্ড এর যুবকদের মধ্যে খেলার সামগ্র (ফুটবল-জার্সী, ক্রীকেট সামগ্রী) প্রদান।	২০০০০০	
৫৭		উলুকান্দি পাকা রাস্তা হইতে রহিম মেম্বার এর বাড়ীর রাস্তা পাকা করণ।	২০০০০০	
৫৮		বাতাকান্দি - মাছিমপুর পাকা রাস্তা হতে কালাইগোবিন্দপুর মোস্তাক মিয়ার বাড়ীর	২০০০০০	

		রাস্তা পাকা করণ।		
৫৯	কড়িকান্দি ইউনিয়ন	বিরামকান্দি-কাপাশকান্দি রোড হইতে স্বপনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং	২০০০০০	
৬০		চরবাজার কাশেম এর বাড়ি হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং	২০০০০০	
৬১		কড়িকান্দি স্টেশন হইতে কলাকান্দি পরুশা মেম্বার বাড়িপর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং	২০০০০০	
৬২	কলাকান্দি ইউনিয়ন	কালাচান্দকান্দি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শ্রেণী কক্ষ সমূহের ফ্লোর ঢালাই ও সংস্কার।	২০০০০০	
৬৩		আফজালকান্দি কেন্দ্রিয় জামে মসজিদ হইতে মিজানুর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও সিসি ঢালাই করণ	১৫০০০০	
৬৪	ভিটিকান্দি ইউনিয়ন	রায়পুর-মাছিমপুর রাস্তার কদমতলি বাজার হইতে কবরস্থানের সীমানার মধ্যস্থান পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইডওয়াল	২০০০০০	
৬৫		দড়িকান্দি ভূইয়া বাড়ির পাশের পুকুরে জনকল্যানমূলক ঘাটলা নির্মাণ	১৫০০০০	
৬৬		দুলারামপুর বেরীবাধ থেকে জালালের বাড়ীর পাশ দিয়ে গোমতী নদী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	২০০০০০	
৬৭		রঘুনাথপুর সাতানী আক্তারের বাড়ীর পুকুরে জনকল্যানমূলক ঘাটলা নির্মাণ	১৫০০০০	
৬৮		জগতপুর-মানিককান্দি রাস্তার কালভার্ট নির্মান।	২০০০০০	
৬৯	নারান্দিয়া ইউনিয়ন	নারান্দিয়া পশ্চিম পাড় মফিজুল ইসলামের স্কীমের চেরছিরা ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত	২০০০০০	
৭০		৭নং নারান্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তার পাশে গণ টয়লেট নির্মাণ	২০০০০০	
৭১		নারান্দিয়া পূর্ব পাড়া আদিলুর রহমান সেলিমের বাড়ীতে গণ টয়লেট নির্মাণ	২০০০০০	
৭২	জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন	গোপালপুর পূর্বপাড়া বাচ্চুর বাড়ী ঘাটলা হইতে দানিছ বাড়ী বিল্ডিং পর্যন্ত রাস্ত সিসি করণ	৩০০০০০	
৭৩		শোলাকান্দি স্কুল হতে নুর মোহাম্মদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত সিসি করণ	২০০০০০	
৭৪	মজিদপুর ইউনিয়ন	শাহপুর করিমখালী ব্রীজের গোড়া হইতে মাটিয়া নদীর রাস্তা পাকা করণ	৩০০০০০	
৭৫		শাহপুর বরঘাট কামাল মিয়ার বাড়ির সামনে নদীর পাড় ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
৭৬		শাহবৃদ্দি ভূইয়া বাড়ির পুকুরে জনস্বার্থে ঘাটলা নির্মাণ	২০০০০০	
৭৭		এলজিইডি সড়ক হতে রিপন মিয়ার পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ	২০০০০০	
৭৮		ক) ২য় স্বরস্বতীরচর জসিমের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ। খ) জগতপুর বাজার এলজিইডি রোড হইতে দক্ষিনে হক মিয়ার বাড়ি রাস্তা ইটের সলিং করণ। গ) সাগরফেনা পন্ডিতের বাড়ি হইতে কানাইনগর পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং ও সিসি করণ। (টেন্ডার)	৭,২৯,৩৮৭/-	
৭৯		ক) ২য় সাতানী হানিফ মিয়ার জমি হইতে নেকবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত সড়ক সিসি করণ। খ) দক্ষিণ আকালিয়া জামে মসজিদ হইতে উত্তর চকের নদীর ঘাটনার রাস্তার সিসি করণ। গ) উলুকান্দি পাকা রাস্তা রহিম মেম্বারের বাড়ির রাস্তা পাকা করণ। ঘ) বাতাকান্দি মাছিমপুর পাকা রাস্তা হইতে কালাইগোবিন্দপুর মোস্তাক মিয়ার বাড়ির রাস্তা পাকা করণ। (রাওছা)	৭,৫৫,২৪৯/-	
৮০		ক) গোপালপুর পূর্বপাড়া বাচ্চুর বাড়ি ঘাটলা হইতে দানিছ বাড়ি বিল্ডিং পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ খ) শাহপুর করিমখালী ব্রীজের গোড়া হইতে মাটিয়া নদীর রাস্তা পাকা করণ গ) শাহবৃদ্দি ভূইয়া বাড়ির পুকুরে জনস্বার্থে ঘাটলা নির্মাণ ঘ) শাহপুর বরঘাট কামাল মিয়ার বাড়ির সামনে নদীর পাড় ঘাটলা নির্মাণ (পরিজা ফজলু)	৭,৫৫,২৪৯/-	
৮১		ক) ৭নং নারান্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে রাস্তার পাশে গণ টয়লেট নির্মাণ খ) নারান্দিয়া পূর্ব পাড়া আদিলু রহমান সেলিমের বাড়িতে গণ টয়লেট নির্মাণ গ) বিরামকান্দি-কাপাশকান্দি রোড হইতে স্বপনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং ঘ) চরবাজার কাশেম এর বাড়ি হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং (রাজ)	৬,৪০,২০০/-	
৮২		রায়পুর মাছিমপুর রাস্তার কদমতলি বাজার হইতে কবরস্থানের সীমানার মধ্যস্থান পর্যন্ত রাস্তার পাশে গাইডওয়াল খ) দুলারামপুর বেরীবাধ থেকে জালালের বাড়ির পাশ দিয়ে গোমতী নদী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ।	৩,০২,১০০/-	
৮৩		কড়িকান্দি স্টেশন হইতে কলাকান্দি পরুশা মেম্বারএর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং (কড়িকান্দি)	১,৭৯,০০০/-	
৮৪		নারান্দিয়া পশ্চিম পাড়ে মফিজুল ইসলামের স্কীমের ইরিগ্রেশন ড্রেন নির্মাণ (নারান্দিয়া)	১,৭৯,০০০/-	
৮৫		কালাচান্দ কান্দি ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শ্রেনী কক্ষ সমুহরে ফ্লোর ঢালাই ও সংক্রান্ত (কলাকান্দি)	১,৭৯,০০০/-	
৮৬		শোলাকান্দি স্কুল হতে নুর মোহাম্মদ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ (জিয়ারকান্দি)	১,৭৯,০০০/-	

৮৭		ইউনিয়ন এর সকল ওয়ার্ড এর যুবকদের মধ্যে খেলার সামগ্রী (ফুটবল জার্সি ক্রীকেরট সামগ্রী বিতরণ (বলরামপুর)	১,৭৯,০০০/-	
৮৮		জগতপুর মানিককান্দি রাস্তার কালভার্ড নির্মাণ (ভিটিকান্দি)	১,৭৯,০০০/-	
৮৯		কেশবপুর নজিব ডাক্তারের বাড়ির রাস্তার অবশিষ্ট অংশ এবং হুমায়ন ডাক্তারের বাড়ির রাস্তার সিসি করণ (জগতপুর)	১,৭৯,০০০/-	
৯০		বৈদ্যারকান্দি মেইন রোড হইতে মোফাজ্জললের জমি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ (সাতানী)	১,৭৯,০০০/-	
৯১		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচি এর দরপত্র প্রস্তুত করণ	৩২,২৪০/-	

সপ্তম অধ্যায়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

বাজেট সার-সংক্ষেপ

অর্থ বছরঃ ২০২২-২৩

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২০-২০২১	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২১-২০২২	পরর্বর্তী বৎসরের বজেট ২০২২-২০২৩
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি : রাজস্ব অনুদান	 ১,৯৩,৩৫,৩৫৮/- ১,৫০,০০,০০০/-	 ১,৯৩,৩৫,৩৫৮/- ১,৫০,০০,০০০/-	 ২,১২,৪৮,৩৬১/- ১,৬০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্তি	৩,৪৩,৩৫,৩৫৮/-	৩,৪৩,৩৫,৩৫৮/-	২,১২,৪৮,৩৬১/-
	বাদ : রাজস্ব ব্যয়	৪,৮২,৯৪,৫৬৬/-	৪,৮২,৯৪,৫৬৬/-	৪,১২,২১,০০০/-
	রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৯৯,৭২৬৩৯/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব : উন্নয়ন অনুদান	১,৫০,০০,০০০/- ৪০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/- ৪০,০০,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/- ৪০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	০০/- রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত- ১,২০,৫০,১৮৩/-	০০/- রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত-১,২০,৫০,১৮৩/-	০০/- ২,১২,৪৮,৩৬১/-
	মোট (খ)	**৩,১০,৫০,১৮৩/-**	**৩,১০,৫০,১৮৩/-**	৪,০২,৪৮,৩৬১
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৪,৫০,০৯,৩৯১/-	৪,৫০,০৯,৩৯১/-	৬,০২২,১০০০
	বাদ: উন্নয়ন ব্যয়	**৩,১০,৫০,১৮৩/-**	**৩,১০,৫০,১৮৩/-**	**৩,৯০,৫০,১৮৩/-**
	সার্বিক বাজেট	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৩৯,৯০,২০৮/-

	উদ্‌বৃত্ত/ ঘাটতি			
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	০০/-	০০/-	০০-
	সমাপ্তি জের	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৩৯,৫৯,২০৮/-	১,৩৯,৯০,২০৮/-

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

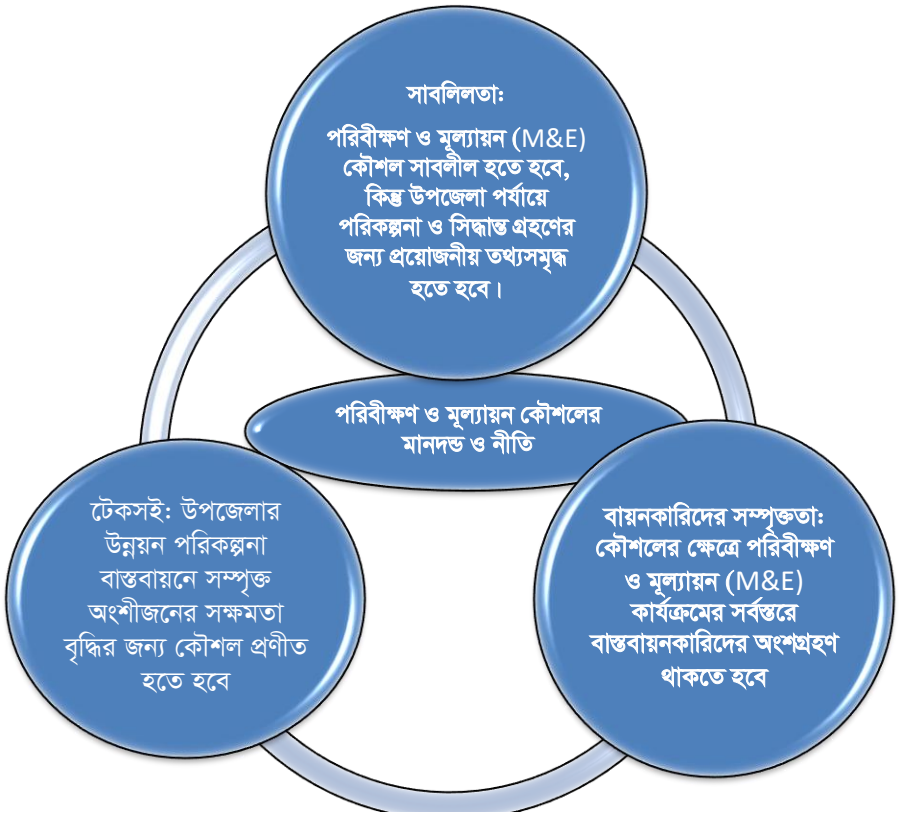

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট
১.সামাজিক খাত						
২.অর্থনৈতিক খাত						
৩.অবকাঠামো						
৪.পরিবেশ						

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট
১.সামাজিক খাত						
২.অর্থনৈতিক খাত						
৩.অবকাঠামো						
৪.পরিবেশ						

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।